কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

# জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা রবিবার থেকে শুরু

## পরীক্ষার্থী ২৩ লাখ, ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আগামী রবিবার (১ নভেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম শ্রেণির সমাপনী জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। পরীক্ষায় বসছে বাংলাদেশের সোয়া ২৩ লাখ শিক্ষার্থী। গত বছরের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। আর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এবার ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবারের পরীক্ষায় ২৩ লাখ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

# জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা রবিবার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৫ হাজার ৯৩৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর মধ্যে ১২ লাখ ৪৩ হাজার ২৬৩ জন ছাত্রী; আর ছাত্র ১০ লাখ ৮২ হাজার ৬৭০ জন। এই হিসাবে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা এক লাখ ৬০ হাজার ৫৯৩ জন বেশি।

২০১৪ সালে এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২০ লাখ ৯০ হাজার ৬৯২ জন। এই হিসাবে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে দুই লাখ ৩৫ হাজার ২৪১ জন।

মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে জেএসসি পরীক্ষা দেবে ১৯ লাখ ৬৭ হাজার ৪৪৭ জন। আর জেডিসিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৪৮৬।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার দুই হাজার ৬২৭টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৬৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। বিদেশের আটটি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮৫। গত বছর এক হাজার ৮০৩টি কেন্দ্রে ১৮ হাজার ৮১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষা দিয়েছিল।

এবারের পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়া প্রায় ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা এবারও নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। এ ছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পলসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রালপলসি) পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় দেওয়াসহ শিক্ষক, অভিভাবক বা সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, এবারও বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া অন্য বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হবে। এ পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে দুটি বিভাগ থাকলেও দুটি অংশ মিলে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এসএসসির মতো দুটি অংশে আলাদা পাসের প্রয়োজন নেই।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হবে। মূল জায়গাগুলোকে মজবুত করার চেষ্টা করেছি। বিজি প্রেস থেকে কেউ প্রশ্ন নিয়ে আসা তো দূরে থাক, প্রশ্ন মুখস্থ করেও আসতে পারবে না।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আইন নিয়েও সমস্যা আছে। ১৯৮৪ সালে যে আইন তৈরি করা হয়েছে, তা সংশোধন করে সাজা কমানো হয়েছে। আইনটাকে আরো কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করব, ভ্রাম্যমাণ আদালতকে ব্যবহার করা যায় কি না দেখব। ফাঁস হয়েছে বলে প্রচার করলেও সাজা হবে।'

কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্র টানতে প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা করে এবং শর্ট সাজেশন তৈরি করে—এমন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুরুত্ব দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো মনিটর করবে।

এত দিন এ পরীক্ষাকে সবাই পাবলিক পরীক্ষা বললেও সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এটা পাবলিক পরীক্ষা নয়, জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা (এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উন্নীত হওয়ার পরীক্ষ)। শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। একসময় এই পরীক্ষা নাও থাকতে পারে।' তিনি এ পরীক্ষা নিয়ে কোচিং সেন্টারে না দৌড়ানোর এবং শিক্ষার্থীদের ওপর বেশি চাপ না দেওয়ার আহ্বান জানান।

**জেএসসি সূচি**

১ নভেম্বর বাংলা প্রথম পত্র, ২ নভেম্বর বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ৩ নভেম্বর ইংরেজি প্রথম পত্র, ৪ নভেম্বর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, ৫ নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ৮ নভেম্বর গণিত/সাধারণ গণিত বিষয়ের পরীক্ষা হবে।

এ ছাড়া ৯ নভেম্বর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ১২ নভেম্বর শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ১৫ নভেম্বর বিজ্ঞান, ১৬ নভেম্বর কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ১৭ নভেম্বর কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি এবং ১৮ নভেম্বর চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরীক্ষা হবে।

**জেডিসি সূচি**

১ নভেম্বর কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, ২ নভেম্বর আকাইদ ও ফিকহ, ৩ নভেম্বর বাংলা প্রথম পত্র, ৪ নভেম্বর বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ৫ নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ৮ নভেম্বর ইংরেজি প্রথম পত্র, ৯ নভেম্বর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, ১১ নভেম্বর আরবি প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে। ১২ নভেম্বর আরবি দ্বিতীয় পত্র, ১৪ নভেম্বর গণিত, ১৫ নভেম্বর কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ১৬ নভেম্বর সামাজিক বিজ্ঞান (শুধু অনিয়মিত), বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ১৭ নভেম্বর সাধারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (শুধু অনিয়মিত), ১৮ নভেম্বর কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু অনিয়মিত), গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।